বিদ্যাশিক্ষা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর :

৪।

প্রশ্ন : ক) ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজি সংখ্যা বিষয়ে কে,কার কাছে ও কখন গল্প করেছিলেন ?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্তী কিরূপ শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া উচিত, এই বিষয়ে আত্মীয়বর্গের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁর পিতৃদেব এই কথা তুলে ধরেছিলেন।

প্রশ্ন : খ) মধুসূদন বাচস্পতি ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভরতি করানো বিষয়ে কী বলেছিলেন ?

উত্তর : মধুসূদন বাচস্পতির মতে, বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দিলে তাঁর পিতার সংস্কৃত পড়ানোর ইচ্ছাপূরণের পাশাপাশি চাকরী পাওয়ার সম্ভবনাও প্রবল থাকবে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : গ) 'অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হল।'---বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কে হন ? তাঁর ব্যবস্থা কী ছিল ?

উত্তর : বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র ছিলেন।

অবশেষে বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রশ্ন : ঘ) 'তবে একে রীতিমতো ইংরেজি পড়ানো উচিত।'--- কে বা কারা এই উক্তি করেছিল ? কেন এরূপ উক্তি করেছিল ?

উত্তর : প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজি পড়াশোনার বিষয়ে।

তাঁদের কারণ হিসাবে কয়েকটি যুক্তি হল - ইংরেজি শিক্ষায় 'হের সাহেবের' স্কুলে বিনা খরচায় পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য ইংরেজি শিখে তৎকালিন সহেবদের সংস্থায় চাকরী পাওয়ার সম্ভবনাও বিপুল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : ঙ) ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা কীভাবে ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজি সংখ্যা শেখা বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ? ঈশ্বরচন্দ্র কীভাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ?

উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁদের গন্তব্য কলকাতায় আসার সময় মাইলস্টোন সম্পর্কে অবগত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সংখ্যাগুলো ক্রমে ক্রমে আসবে একথা জানান। এইভাবে নবম, অষ্টম, সপ্তম সংখ্যার পরীক্ষা নেন এবং একটু কৌশলে তিনি ষষ্ঠ মাইলস্টোনটি উপেক্ষা করে পরবর্তীটিতে পৌঁছে যান।

ঈশ্বরচন্দ্র সপ্তম সংখ্যাটির পরে পঞ্চম সংখ্যাটি দেখে পিতৃদেবকে বলেন - এই মাইলস্টোনটি খোদাই করতে ভুল হয়েছে এই সংখ্যাটি ছয় না হয়ে হবে পাঁচ। এইভাবে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner